ভালো থাকার খবর

# খবরাখবর

পৌষ-মাঘ ১৪২৪ জানুয়ারি ২০১৮ কলকাতা ষষ্ঠ সংস্করণ

২
৩
৪

আমি কান পেতে রই
কেন কিছু কথা বল না
নাক দিয়ে যায় চেনা

FREE TO TAKE

# একদিন ঝড় থেমে যাবে

শান্তির এই আশ্বাসে শুরু হোক নতুন বছর -

## বাক্যবাগীশ VOICE

পৃথিবীর আর সকল প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করা যায় শুধুমাত্র তার কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে। বিবাহের কিছু কাল পর সে ক্ষমতা স্বেচ্ছায় অনেকে প্রশমিত করেন বা করতে বাধ্য হন বটে তবে তা নিতান্তই স্থান-কাল-পাত্র/পাত্রী বিশেষে প্রযোজ্য। এর বাইরে কোন কারণে অকারণে যদি দেখেন দিনের পর দিন গলা দিয়ে স্বর বেরচ্ছে না বা গলা ভাঙাই থেকে যাচ্ছে তবে কিন্তু চিন্তার বিষয়। সব সময় যে কদিন চিৎকার না করলেই গলা ঠিক হয়ে যাবে তা নয়। সময় থাকতে ডাক্তারের কাছে না পৌঁছলে গলার অপূরণীয় ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও রয়েছে অন্য সমস্যা। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে রূপান্তরকামীরা আজ নিজেদের শরীরকে অনেকটাই গড়ে তুলতে পারেন তাদের মনের আদলে, কিন্তু বাধ সাধে গলার স্বর। সত্যিই কি পরিবর্তন আনা যায় গলার আওয়াজে? ফিরে পাওয়া যায় হারিয়ে ফেলা গানের গলা? উত্তর দিয়েছেন প্রখ্যাত ই এন টি সার্জেন ডাঃ সৌমিত্র ঘোষ। চোখ রাখুন তিনের পাতায়...

## নাকানি চোবানি

সমস্যা কি আর আজকের? সেই রামায়ণের সময় থেকে এই এক নাক নিয়ে কত যে নাকানি চোবানি খেতে হয়েছে মানুষকে তার ইয়ত্তা নেই। তারপর আবার ১৮৮৩ সালে কার্লো কলদি লিখলেন পিনোচ্চিওর গল্প। তবে নাকের সঙ্গে মানুষের সম্মানের যোগাযোগ ভারতবাসী যে কবে স্থাপন করল, তা বার করতে গেলেও নাকে দম লেগে যাওয়ার জোগাড়! সেভাবে দেখতে গেলে মুখমণ্ডলের এই বিচিত্র অঙ্গটির সামান্যতম তারতম্য গোটা চেহারা এমন কি ব্যক্তিত্বও পালটে দিতে পারে। রয়েছে নাকি কোন সমস্যা? সমাধান রইল চারের পাতায়...

# আমি কান পেতে রই...

শুভময় ও কণিকার বিয়ের সাত বছর পর একটি পুত্রসন্তান হল। সারা বাড়িতে আনন্দ আর উল্লাস উপচে পড়ছে। দীর্ঘ সময় ধরে যে পুরস্কারের অপেক্ষায় ছিল দুজনে, আজ তা পেয়ে যেন উৎসবের রূপ নিয়েছে গোটা পাড়া। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের কোলাহলে সমস্ত দিক মুখরিত। প্রবল হর্ষধ্বনিতে কান পাতা দায়।

দিন গড়ায়, মাস কেটে যায়। খুশির মৌতাতে সামান্য হলেও যেন তাল কাটতে থাকে। প্রায় মাস দুয়েক বাদে প্রথম খেয়াল করে কণিকা। অন্যান্য শিশুসুলভ ভঙ্গিমার সাথে একটা বিশেষ দিক যেন বেশি করে চোখে পড়ে তার পুত্রের মধ্যে। শব্দের তারতম্যে পরিবর্তন অনুযায়ী শিশুটির মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে না, যা এই সময় ভীষণ রকম অস্বাভাবিক। অজান্তেই ভারী হয়ে ওঠে দম্পতির হৃদয়। তাহলে কি নবজাতক জন্মবধির? এমন অবাঞ্ছিত প্রশ্নে অচিরেই শুভময় কণিকার জীবনে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। তৎক্ষণাৎ একজন ই.এন.টি বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হয় দুজনে। বিভিন্ন পরীক্ষার পর জানা গেল যে শিশুটি বাস্তবিক জন্মবধির। তবে চিকিৎসক যে আশ্বাস দিলেন তাতে খানিকটা হলেও শুভময় কণিকা আশান্বিত হল।

চিকিৎসকের প্রদত্ত পথে অর্থাৎ ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারির মাধ্যমে প্রায় বছর দেড়েক বাদে শিশুটি ফিরে পেল তার হৃত শ্রবণশক্তি। সাথে সাথে তার বাবা মায়ের জীবনে নতুন করে ফিরে এল হারিয়ে যাওয়া উন্মাদনার লেশ। একমাত্র সন্তান 'মা-বাবা' বলে ডাকছে এই আনন্দে আবার উৎসবের আমেজে নেচে উঠল গোটা বাড়ি। কি এই সার্জারি যা করে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়া যায়? আসুন জেনে নিই।

### ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কাকে বলে?

ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট হল একটি ইলেক্ট্রনিক চিকিৎসা যন্ত্র যা একটি ক্ষতিগ্রস্ত কানের অভ্যন্তরীণ অংশের কাজ করে। এই ইমপ্ল্যান্টটি মস্তিষ্কে শব্দের সিগন্যাল পাঠাতে সাহায্য করে। একটি ছোট্ট সার্জারির মাধ্যমে এই যন্ত্রটি বসিয়ে দেওয়া হয় কানের ভিতর দিকে।

### এই ইমপ্ল্যান্টটি তাদের ক্ষেত্রে ভীষণ উপযোগী যারা -

# জন্মগত বধির
# দু-কানেই মাঝারি থেকে গভীর সমস্যায় ভোগেন
# হিয়ারিং এডেও যাদের উপকার হয় না
# শ্রবণশক্তি পরীক্ষায়, শব্দ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ৫০ বা ৬০ শতাংশের নিচে নম্বর পান

### এই পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে?

অনেকেই কানের বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন। অনেকে হয়ত জানেনও না যে তাদের কানের অন্তর্বর্তী অংশ বা ককলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট, শব্দকে শ্রবণ স্নায়ু অবধি পৌঁছে দেয় যার ফলে আপনি শুনতে পান খুব সহজেই।

### ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের সুফল কি কি?

# হিয়ারিং এডের তুলনায় অনেকাংশেই ভাল শুনতে পাওয়া যায়
# শব্দবহুল এলাকায় পরিস্কার ভাবে বিভিন্ন শব্দ চিহ্নিত করা যায়
# আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহজ ভাবে কথা বলা যায়
# বিস্মৃত শব্দ বা ধ্বনির সাথে নতুন করে পরিচিত হওয়া যায়
# ফোনে অত্যন্ত সহজ ভাবে কথা বলা যায়
# দারুণ ভাবে সঙ্গীত উপভোগ করা যায়

শুভময় কণিকার মতো হয়ত অনেক দম্পতি রয়েছেন। রয়েছেন বিভিন্ন বয়েসের মানুষ যারা এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন বছরের পর বছর ধরে। তাদের জন্য সুখবর হল, বর্তমান যুগে অত্যাধুনিক সার্জারির মাধ্যমে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে অত্যন্ত সহজভাবেই। এই সার্জারি কিছুটা ব্যায়বহুল হলেও কলকাতার বুকে জেনেসিস হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ই.এন.টি তে একেবারে ন্যূনতম খরচায় ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করা হয়, যা কিনা পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতে বিরল। তাই অযথাই যদি কষ্ট না পেতে চান তাহলে দেরি না করে এই ওয়ান স্টপ ই.এন.টি তে যোগাযোগ করুন। নতুন করে শুনতে পাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন কেন?

খবরাখবর আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের জানাতে পারেন অথবা ই.এন.টি সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের মেল করুন এই আই.ডি তে - khoboraakhobor@gmail.com
আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান।

# কেন কিছু কথা বল না...

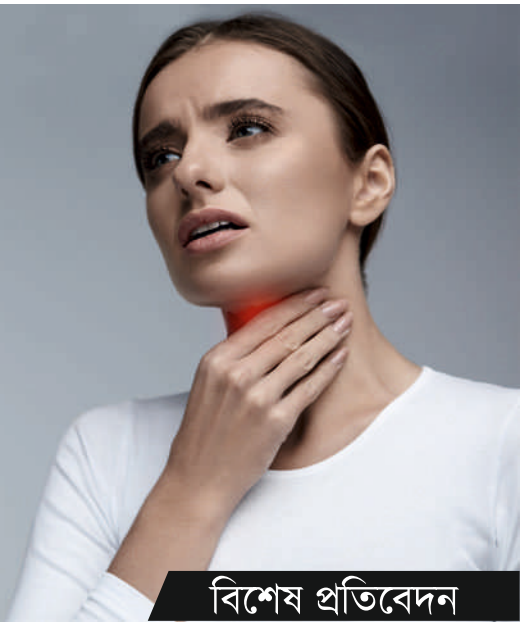

ডাঃ সৌমিত্র ঘোষ
কনসাল্টেন্ট ই.এন.টি সার্জেন

বিশেষ প্রতিবেদন

চোখে চোখে কথা বলে যদি গোটা জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত তাহলে আজকের এই প্রতিবেদনের স্বাভাবিক ভাবেই কোন প্রয়োজন থাকত না। আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গলার স্বর পরিবর্তন এতটাই স্বাভাবিক একটি ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে যে অনেক সময় আমরা বিষয়টিকে গুরুত্বই দিইনা। অনেক ক্ষেত্রেই কথা বলার ভুল পদ্ধতিগত কারণে আমাদের গলা ভেঙে থাকে। আপনি বলবেন "কথা বলার আবার পদ্ধতি কিসের?" ঠিক। তবে ভুল ভাবে শুলে কি ঘাড়ে ব্যাথা হয় না? ভুল ভাবে বসলে কি ভোগায় না কোমরের যন্ত্রণা? ঠিক সেভাবেই কথা বলার সময় ভুল পেশীর অতিরিক্ত ব্যবহার গলার স্বর সম্পূর্ণ পালটে দিতে পারে। এছাড়াও রয়েছে থাইরয়েড বা ল্যারিংক্সের সমস্যা। এখানে বিনাইন টিউমার থেকে ক্যানসার, অনেক কারণেই গলার স্বর পরিবর্তন হতে পারে। তবে ভয়ের খুব একটা কারণ আপাতদৃষ্টিতে নেই। ক্যানসারের ক্ষেত্রে সার্জারির প্রয়োজন হলেও, বাকি অধিকাংশ সমস্যাই ভয়েস থেরাপি, ওষুধ ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে সারিয়ে ফেলা সম্ভব। যেমন ধরুন আপনি গান করতে ভালোবাসেন, অথচ সেদিন প্রিয় বান্ধবীর জন্মদিনে ডিনারের পর তার হাজার মিনতি করা সত্যেও গলা দিয়ে "সা" বেরল না। বাধ্য হয়েই আপনাকে "গলাটা আজ বড্ড খারাপ" বলে কাটিয়ে যেতে হল। পিছন থেকে নিন্দুকদের হারমোনিয়ামের অভাব সংক্রান্ত দু-কথা কানেও এল, কিন্তু কিছু করার নেই, মুখ বুজে সহ্য করলেন সব। কিছুতেই বুঝতে পারলেন না এমনটা হল কেন। কই, ঠাণ্ডা তো লাগেনি? সমস্যাটা আসলে গলার নয়, পেটের। গুরুপাক খাওয়ার ফলে এসিড রিফ্লাক্স বা গোদা ভাষায় যাকে বলে অম্বলের কারণেই সেদিন হয়ত আপানার ভয়েস বক্স আহত ছিল। গলা দিয়ে তাই সুর নয়, উঠে আসছিল ঢেকুর। দীর্ঘদিন ধরে এই ক্ষত বাড়তে থাকলে শেষমেশ স্টেজ ছেড়ে দর্শকাসনেরই স্থায়ী সদস্য নিতে হতে পারত। কিন্তু সময় করে যখন লেখাটা পড়ছেনই, তখন আর ভয় নেই। নাক-কান-গলার সাধারণ থেকে অতি জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা জেনেসিস হাসপাতালে তৈরি করেছি "ওয়ান স্টপ ই.এন.টি (One Stop ENT)"। শহরের স্বনামধন্য ডাক্তার ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে তৈরি এই ক্লিনিকে একবার কোন সমস্যা নিয়ে আসলে, আর কোথাও ছোটাছুটির প্রয়োজন পড়বেনা। প্রয়োজন পড়বেনা সেকেন্ড ওপিনিয়ানেরও, কারণ আপনার সমস্যার সমাধান করার জন্য এখানেই রয়েছেন একাধিক ডাক্তার। কোন অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই তাদের সমবেত মতামত ঠিক করে দেবে আপনার রোগ নিরাময়ের পথ। বলা বাহুল্য জেনেসিস হাসপাতালে শুধু ভয়েস থেরাপি নয়, নিপুণ দক্ষতায় সম্পন্ন করা হয় ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি, ওরাল ক্যাভিটি টিউমার, মাইক্রল্যারিঙ্গিয়াল সার্জারি, গলার ক্যানসার প্রভৃতি নানাবিধ সার্জারি।

তবে সবচেয়ে উলেখযোগ্য হল ল্যারিঙ্গিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক (Laryngeal Framework Surgery) এবং ফোনো সার্জারি। আধুনিক বিশ্বে বিশেষত (Transgender) রূপান্তরকামীদের মধ্যে এই সার্জারি বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে গলার স্বর ও পিচ এমনকি কথা বলার ধরন পর্যন্ত পরিবর্তন করা যায়। বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে জেনেসিস হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ই.এন.টি বিভাগে এই চিকিৎসার গুনমান আন্তর্জাতিক স্তরের। প্রতিনিয়ত আমরা এই মানুষদের অত্যাধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে থাকি যার ফল নিজে কানে না শুনলে বিশ্বাস করা বোধহয় কঠিন।

এতক্ষণ পড়ে ভাবছেন এত ডাক্তার, এত আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে চিকিৎসা... এসব বড়লোকদের ব্যাপার। কিন্তু যদি বলি জেনেসিস হাসপাতালে এই সব চিকিৎসা সরকারি হাসপাতালের চেয়ে সামান্য বেশী খরচে করা হয় যা কিনা অন্য যেকোনো বেসরকারি হাসপাতালের তুলনায় নগণ্য, তাহলে? গল্প নয়, খাঁটি সত্য। আসলে, না আপনি সোনার ডিম দেন, না আমরা মুরগি কাটি। গ্রামের স্কুল থেকে বিলেতের ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত বহু কষ্টে পড়াশুনা করে যা শিখেছি, তা যদি আমার মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারি, তবে বোধহয় টাকা অর্জন করা যায়, শান্তিতে ঘুমানো যায় না। আর রাতের ঘুমটা যে আমার বড়ই প্রিয়।

রোগ তাড়ায়, রুগী নয়
GENESIS HOSPITAL
Ph: 2442-4242 / 4022-4242 www.genesishospital.co

# নাক দিয়ে যায় চেনা

## শুধু গন্ধ বিচার নয়, নাকের সামান্য পরিবর্তন পালটে দিতে পারে আপনার গোটা ব্যক্তিত্ব

লক্ষ্মণ কাজটা বোধহয় ঠিক করেননি। তাঁর কাছে না ছিল এন্ডোস্কোপ, হাই ডেফিনিশান ক্যামেরা না ছিল মাইক্রোডিব্রিডার। সামান্য একটা বিষয় নিয়ে সূর্পণখার নাক নিয়ে ছেলেখেলা না করলে ত্রেতা যুগেই অনায়াসে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে যেতেন দাদাভাই। কিন্তু ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে এখন ঘোর কলি। কলির সমস্যা প্রচুর থাকলেও চিকিৎসা শাস্ত্রের কিন্তু প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। যার ফলে ব্যাঁকা-টেড়া, ছোট-বড়, বন্ধ, বোঁচা... নাক যেরকমই হোক, রাইনোপ্লাস্টির মাধ্যমে তা সারিয়ে নেওয়া সম্ভব। এছাড়াও রয়েছে সেপ্টোপ্লাস্টির মত চিকিৎসা যার মাধ্যমে নাকের ব্যাঁকা হাড় সোজা করে নিঃশ্বাস নেওয়ার পথ সরল করে ফেলা যায়। সাইনাস বা পলিপ সম্পর্কেও বাজারে কম ভ্রান্তি ছড়িয়ে নেই। অথচ ফাংশানাল এন্ডোস্কপিক সাইনাস সার্জারির মাধ্যমে জেনেসিস হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ই.এন.টি বিভাগে আন্তর্জাতিক মানের সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে শুধু নাক নয়, বহু মানুষই ভুগে থাকেন বন্ধ নেত্র নালীর সমস্যায় যা কিনা এত দিন চোখের ডাক্তারেরাই শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে থাকতেন। সুখের বিষয় আজ আর সে রোগের চিকিৎসা করতে কোন রকম কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন পড়ে না। ই.এন.টি স্পেশালিষ্টরা আজ অনায়াসেই নাকের ফুটোর মধ্যে এণ্ডোস্কোপ ঢুকিয়ে এই রোগ নিরাময় করতে পারেন। এতে সুবিধেও বিস্তর। যেমন ধরুন এন্ডো ডি.সি.আর সার্জারির মাধ্যমে অনেক পরিণত অবস্থাতেও, এমন কি পুঁজ জমে থাকা অবস্থাতেও কোন কাটা ছেঁড়ার দাগ ছাড়া এই রোগ নিরাময় করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে।

তাই বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে প্রচলিত নাকের সমস্যার এখানে সমাধান করা হয় না। আপনার নাকে যদি টিউমার বা এমন কোন সমস্যা থেকে থাকে যা এন্ডোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে সারানো সম্ভব নয়, তাদের জন্যেও চার চারটি অপারেশান থিয়েটার প্রস্তুত জেনেসিস হাসপাতালে। প্রথাগত পদ্ধতিতে, সুনিপুণ দক্ষতায় নাক-কান-গলার সমস্ত রকম চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে এই হাসপাতালে।

স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। ভগবান চোখ, কান, হাত, পা এমনকি কিডনিও দিয়েছেন দুটো করে, কিন্তু মুখের সবচেয়ে চোখে পড়ার মত অঙ্গ, এই নাক দিয়েছেন মাত্র একটি। তাও আবার সকলের সমান নয়। কারো পছন্দ লম্বা কারো বা টিকোল। তাই প্রয়োজন রোগ সারানোর হোক বা কসমেটিক, দেখিয়ে নিন একজন যোগ্য ই.এন.টি ডাক্তার। যতই হোক, নাক বলে কথা। কাটতে যদি হয়ই, তবে তা যেন হয় ভালোর জন্য। কে বলতে পারে, একটা সার্জারি হয়তো আপনার প্রতি লোকের দৃষ্টিভঙ্গিই পালটে দেবে। তাছাড়াও দিনের পর দিন নাক নিয়ে নাকানি চোবানি খাওয়াটাও কি খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ? তবে হ্যাঁ, সামান্য কিছু টাকার ফারাকে লক্ষণের হাতে তুলে দেবেন না নিজেকে, নইলে আবার সূর্পণখা হয়ে সারা জীবনটা... রাম, রাম, রাম, রাম। ছিঃ, মনেও করতে নেই ওসব কথা।

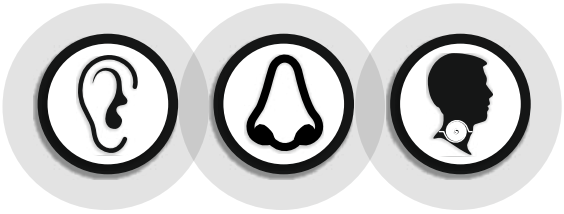

বিধিগত সতর্কীকরণ - খবরাখবরে প্রকাশিত সকল বিষয়ই তথ্যমূলক। তা কখনই উপযুক্ত চিকিৎসার বিকল্প নয়। যে কোন পদক্ষেপের পূর্বে ডাক্তারি পরামর্শ বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক - ডাঃ পূর্ণেন্দু রায়, সহসম্পাদক - নীলাক্ষি রায়, টিম খবরাখবর - প্রিয়ম বিশ্বাস, দেবদত্ত সিনহা, অর্ণব দাশগুপ্ত, প্রীতিশ দাস, অলিভিয়া ডানলপ
জেনেসিস এডুকেশনাল অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ১৪৭০ রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা ৭০০১০৭ দ্বারা জনস্বার্থে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।